হজরত আয়েশার (রাঃ) সাক্ষাতকার

(২)

আকাশ মালিক

পূর্ব প্রকাশিতের পর-

- দশ বৎসর পূর্বে একবার মক্কায় অতি নীরবে তিনি (মুহাম্মদ দঃ) ঘোষনা দিয়েছিলেন নতুন ধর্ম ইসলামের। উথাল-পাতাল অনেক ঝড়ো হাওয়া বয়ে গেছে ধুলি-ধুসরিত বালুকাময় মরুভূমির ওপর দিয়ে। ইসলাম জন্মের দশম সালে একদিন প্রত্যুষে হঠাৎ করে যখন মানুষ শুন্‌তে পেলো, নবী মুহাম্মদ (দঃ) বলছেন যে বিগত রাতে তিনি এই সীমাহীন মহাকাশ, অগণিত সূর্য্য, তারা-নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ, ধুমকেতু, নিহারিকা অতিক্রম করে, সাত আকাশ, সাত জগত পাড়ি দিয়ে, স্বর্গ-নরক পরিদর্শন করে, আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত বৈঠক করে ফিরে এসেছেন, অনেকেই ভাবলো মুহাম্মদ (দঃ) এবারে নিজ হাতে তার ধর্মের কাফন পরিয়ে দিয়েছেন। কিছু লোক আমার বাবার কাছে এসে বল্লো- 'আবু বকর এখন বুঝলেনতো আপনার বন্ধুটি যে আপাদমস্তক একটা পাগল বৈ কিছু নয়? শুনেছো, সে কি বলছে? এবার তার পায়ে জিঞ্জির পরাও।' বাবা বল্লেন 'মুহাম্মদ মিথ্যা বলছেননা।' ।

- আপনার বাবা জিজ্ঞসাই করেণনি উনি কি বলছেন?

- না, দুটি চোখ সম্পূর্ণ বন্ধ করেই বলে দিলেন ' উনি যা বলছেন তা একশো ভাগই সত্য।' মানুষ ভাবলো বাবার ব্রেইন ওয়াশড হয়ে গেছে।

- নবী যদি বলতেন, গত রাতে তিনি দেখেছেন চাঁদ ভেঙ্গে দিখন্ডিত হয়ে গেছে?

- সকল আগে আমার বাবা আকাশের দিকে না তাকিয়েই বলতেন, হ্যাঁ কাল রাতে চাঁদ ভেঙ্গে দিখন্ডিত হয়েছিল।

- কিন্তু এটাতো অন্ধ বিশ্বাস।

- সে কারণেইতো সেদিন থেকে আমার বাবা আমার স্বামীর কাছ থেকে সিদ্দিক (সত্যবাদী) উপাধি লাভ করেণ। আজ আপনারা জানেন এক সৌর-জগত থেকে আরেক সৌর-জগতে পৌছুতে সব চেয়ে গতিশীল আলোর তিরিশ বিলিয়ন আলোক-বর্ষ সময় লাগে। আপনাদের আজিকার সময়ের মানুষের মত সে যুগের মানুষ মহাকাশের পরিধি, এক গ্যালাক্‌সি থেকে আরেক গ্যালাক্‌সির দূরত্ব, শব্দ ও আলোর গতি, আলোক-বর্ষ এ সমস্ত জানতোনা। ঘঠনা শুনার জন্য দূর দুরান্ত থেকে কৌতুহলি মানুষ এসে জড়ো হলো। অনেক সন্দিহান মুসলমান ভাবলেন নবীজী হয়তো সপ্ন-যোগে আকাশ ভ্রমন করেছেন। কিন্তু যখন তিনি দাবী করলেন স্বশরীরে মসজিদুল আকসা হয়ে সপ্তম আকাশ ভ্রমন করে এসেছেন, লোকে প্রশ্ন করলো, মসজিদুল আক্‌সার দরজা জানালা কয়টা দেখেছেন।

- তিনি সঠিক বলে দিলেন?

- না, তিন দিন সময় নিয়েছিলেন।

- কেন এখানে সময়ের কি প্রয়োজন?

- আরে সাহেব, সেখানে বড়বড় খৃষ্টান, ইহুদী ধর্মযাজকগণ উপস্থিত ছিলেন। হুট করে একটা উত্তর দেয়া কি সঠিক হতো?

- আচ্ছা শেষ পর্যন্ত তারা কি সঠিক উত্তর পেয়েছিলেন।

- যে আল্লাহর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে এমন সমস্যার সৃষ্টি হলো, তিন দিন পরে সে আল্লাহ্‌ তার বন্ধুকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসলেন। জিব্রাইলকে অর্ডার দিলেন, সম্পূর্ণ জেরুজালেম শহর সহ মাসজিদুল আকসা অর্থাৎ বাইতুল

মোকাদ্দাসের ছবি তাঁর বন্ধুর চোখের সামনে তোলে ধরতে। ছবি দেখে এক এক করে গুণে গুণে বলে দিলেন কয়টা দরজা কয়টা জানালা ছিল।

- 'মাসজিদুল আকসা অর্থাৎ বাইতুল মোকাদ্দাস মসজিদ' এর মা'নেটা কি?

- এর মা'নে ঐ রাতে মাসজিদুল হারাম অর্থাৎ 'মক্কা' থেকে মাসজিদুল আকসা অর্থাৎ বাইতুল মোকাদ্দাস মসজিদে গিয়ে নবীজী নিজে ইমাম হয়ে দু-রাকাত নামাজ পড়েছিলেন। তাঁর পেছনে মুক্তাদি ছিলেন দুই লক্ষ ছব্বিশ হাজার নয়শত নিরান্নব্বইনজন পয়গাম্বর ও বেহেস্ত সহ সাত আকাশের কয়েক ট্রিলিয়ন ফেরেস্তা।

- কিন্তু আয়েশা, মাসজিদুল আকসার অর্থতো 'বাইতুল মোকাদ্দাস' নয়, আর ঐ নামে কোন মসজিদ তখন জেরুজালেম বা বেতলিহাম শহরে ছিলইনা।

- কোরআনিক প্রমাণ চান?

- প্লীজ, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড।

- সুরা বনি ইসরাইলের প্রথম আয়াতটি দেখুন- *'সকল মহিমা তাঁর যিনি তাঁর বান্দাকে ভ্রমন করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম থেকে দূরবর্তি মসজিদে, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম মঙ্গলময়, যেন আমরা তাঁকে আমাদের কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি। নিশ্চয়ই তিনি স্বয়ং সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।'*

- ইতিহাস বিকৃতি হয়ে যাচ্ছেনা? কোথাও যেন বিভ্রান্তি গোলমাল লেগে যাচ্ছে।

- শুনুন, কোন প্রকার বিভ্রান্তি গোলমালে আমি নেই। আমি যা বলবো তা-ই আমার কথা।

- ঠিক আছে, ঠিক আছে আপনি মনে কিছু নেবেননা। আপনাকে কোন বিষয়েই অভিযুক্ত করার বিন্দুমাত্র প্রয়াশ নেই। আমি বুঝতে পারছিনা সপ্ত-স্বর্গ ভ্রমন করার পথে জেরুজালেম বিরতির কি প্রয়োজন পড়লো, আর সেখানে যাওয়ারই বা কি দরকার। আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই, ৭০ খৃষ্টাব্দে সোলাইমানের মন্দির রোমানগণ ধ্বংস করে ফেলে। এরপর থেকে সেখানে কোন গীর্জা, মসজিদ, মন্দির নির্মিত হয়নি। ৬২১/২২ খৃষ্টাব্দে যখন মে'রাজের ঘঠনা প্রকাশ করা হয় তখন জেরুজালেম ছিল খৃষ্টানদের করতলে, কোন মুসলান সেখানে থাকার প্রশ্নই ওঠেনা। ওমর কর্তৃক জেরুজালেম দখল করার পর, আব্দুল মালিক বিন্ মারওয়ান কর্তৃক মাসজিদুল আকসা নির্মিত হয় ৬৯১ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ নবী মুহাম্মদের মৃত্যুর প্রায় ৫৭ বৎসর পরে। আচ্ছা, কোরআনে কি এর বিষদ বর্ণনা আছে?

- জ্বী না, বিষদ বর্ণনা নয় তবে উল্লেখ আছে।

- আপনি এই অত্যাশ্চার্য্য ভ্রমন কাহিনীটি জানেন?

- শুন্বেন? রজনী ভোর হয়ে পূবাকাশের সুর্য্য মাথার ওপরে এসে যাবে ঘঠনা শেষ হবেনা।

- কথায় কথায় আমরা যখন আমাদের মেইন্ এজেন্ডা থেকে অনেক দূর চলে এসেছি, তখন ফিরে যাওয়ার পথে জ্ঞান সঞ্চয়ের থলেতে কিছুটা কালেক্শন করে নিলে ভাল হয়না? সংক্ষিপ্তভাবে বলে দিলে আমরা কৃতার্থ হই।

- 'নক্-নক্, হু ইজ দেয়ার? ইট্স মি জিব্রাইল।'

- প্লীজ কৌতুকের সময় নেই, রাত শেষ হয়ে আসছে।

- একটা প্রশ্ন করি?

- অবশ্যই।

- আরব্য উপন্যাস পড়েছেন?

- জ্বী, পড়েছি।

- সিন্দবাদের কাহিনী?

- জ্বী, পড়েছি।

- পাতাল পুরী রাজকন্যার কেচ্ছা?
- জ্বী।
- শুয়ো-রাণী, দুয়ো-রাণী?
- তা-ও শুনেছি।
- কমলা রাণীর দীঘি?
- এটা আবার কোন্‌টা?
- ও-মা, বলেন কি? সিলেটের মানুষ হয়ে স্বদেশের ইতিহাস জানেননা?
- ও আচ্ছা, সেই কমলা রাণী ! কিন্তু ওগুলোতো ইতিহাসে পড়ানো হয়না।
- আপনাকে মে'রাজের কাহিনী শুনাবোনা।
- কেন?
- বাংলার মানুষ ঐসমস্ত কেচ্ছা-কাহিনীর বই পড়ার পরে মে'রাজের কাহিনীতে ইন্টারেষ্ট থাকবেনা।
- আমার জন্য নয়তো, নতুন প্রজন্মকে জানাতে চাই।
- ও-কে, ইফ ইউ ইন্‌সিস্‌ট। হেয়ার উই গো-

সুরা আন্‌-নাজম (তারকা)

'কসম সেই সকল নক্ষত্রের, যারা অস্তমিত হয়।'

- হাসলেন কেন?
- নক্ষত্রতো কখনো অস্তমিত হয়না। ওরা সব সময়েই আকাশে আছে। দিনের বেলা সুর্য্যের আলোয় দেখা যায়না, পূর্ণ সূর্য্য-গ্রহনকালে কিন্তু দিনের বেলাও তারা দেখা যায়।
- আমি বলছিলামনা, এ যুগের মানুষকে কন্‌ভিন্‌স করা বড়ই মুশকিল।
- স্যরি স্যরি, আই উইল্‌ নট ইন্‌টারাপ্‌ট ইউ এগেইন, স্য---রি--।

'তোমাদের সাথী (মুহাম্মদ) পথভ্রষ্টও হোননি, বিপথগামীও হোননি।
এবং তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেননা।
ইহাই কোরআন যা প্রত্যাদেশ হয়।
তাঁকে শিক্ষা দান করেণ যিনি এক মহাশক্তিশালী।
সে সহজাত শক্তিসম্পন্ন, প্রকাশ পায় নিজ আকৃতিতে।
উর্দ্ধ-দিগন্তে।
তারপর সন্নিকটস্থ হয়ে অবনত হলেন।
তখন ব্যবধান ছিল দুই ধনুকের অথবা তার চেয়েও কম।
তখন আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করার তা করলেন।
রাসুল মিথ্যা বলেননি, তিনি যা দেখেছেন।
তোমরা কি তর্ক করবে তাঁর সাথে যা তিনি দেখেছেন?
নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল।
সিদরাতুল মোন্‌তাহার অতি সন্নিকটে।
যার ধারে অবস্থিত স্বর্গোদ্যান।
সিদরাতুল মোন্‌তাহা বৃক্ষটিকে আচ্ছাদিত করে রেখছিল, যা আচ্ছাদন করার।
তার দৃষ্টি-বিভ্রান্তি ঘটেনি এবং সীমা লংঘনও করেননি।'

সুরা বনি ইসরাইল-

'সকল মহিমা তাঁর যিনি তাঁর বান্দাকে ভ্রমন করিয়েছিলেন
মসজিদুল হারাম থেকে দূরবর্তি মসজিদে,
যার পরিবেশ আমি করেছিলাম মঙ্গলময়,

যেন আমরা তাঁকে আমাদের কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি।
নিশ্চয়ই তিনি স্বয়ং সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।'

জিব্রাইলকে অর্ডার দেয়া হলো- 'হে জিব্রাইল, সত্তর হাজার ফেরেস্তা নিয়ে সোজা মোহাম্মদের দরজায় গিয়ে এক্ষুনি উপস্থিত হও। আর তুমি মিকাইল, জ্ঞান ভান্ডার থেকে সকল অপ্রকাশ্য জ্ঞান নিয়ে সত্তর হাজার ফেরেস্তা সহ মোহাম্মদের বেড-রুমের দরজার সম্মুখে ষ্টান্ড-বাই থাকবে। আজরাইল আর ইসরাফিল, তোমরা দু-জন মিকাইল ও জিব্রাইলকে ফলো করবে। জিব্রাইল, চাঁদের আলো বাড়িয়ে দাও সূর্য্যের আলোর মত, আর নিহারিকার সকল নক্ষত্ররাজীর আলো বাড়িয়ে দাও চাঁদের আলো দিয়ে।

- কি ব্যাপার মুখ লুকাচ্ছেন কেন?
- চাঁদের আলোয় প্রজ্বলিত হবে তারকা?
- শেল্ আই ষ্টপ দ্যা ষ্টরী-----
- নো, নো, প্লীজ গো এহেড।

জিব্রাইল জিজ্ঞেস করলেন 'প্রভু, কেয়ামত কি আসন্ন?' আল্লাহ্ বল্লেন 'জিব্রাইল, আজ আমি আমার বন্ধু শেষ নবী মোহাম্মদকে (দঃ) সর্বকালের সর্ববৃহৎ, সর্বশ্রেষ্ট রিসেপশন দেবো। তাঁকে আমার কাছে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করো। আমি তাঁকে অতি গোপন, অন্তরদৃষ্টি জ্ঞান দান করবো।' জিব্রাইল বল্লেন ' প্রভু জানতে পারি কি গোপন জ্ঞানটা কি'? আল্লাহ্ বল্লেন দাসের কাছে মনিবের গোপন কথা বলা যায়না। আর একটা বাক্য ব্যয় না করে, তোমাকে যা বলা হয়েছে তুমি তা-ই করো।' আল্লাহ্র নির্দেশ পেয়ে কোটি কোটি আকাশের ফেরেস্তা নতুন সাজে সেজে জিব্রাইলকে অনুসরণ করলো। যথা সময়ে জিব্রাইল তাঁর সারিবদ্ধ ফেরেস্তাদল নিয়ে নবীজীর দরজার সম্মুখে উপস্থিত হলেন। জিব্রাইল ডাক দেন- ' ক'ুম ইয়া সায়্যিদি' ওঠো হে রাজাধিরাজ ঘুম থেকে ওঠো। মহাকাশের সীমানা পেরিয়ে অনেক দূর যেতে হবে, যেথায় যেতে কোন প্রাণীর সাধ্য নেই, আজ রাতে অসাধ্য সাধন হবে, ওঠোন- মহা প্রভুর নিমন্ত্রন গ্রহন করুন।' নবীজী চোখ মেলে তাকান। আকাশের সীমানায় যতদূর চোখ যায় দেখতে পেলেন এই মহা-বিশ্বের কোথাও কেউ নেই। আকাশ থেকে ভু-পৃষ্ট পর্যন্ত, শুধু শুভ্র-বস্ত্র পরিহিত অগণিত ফেরেস্তা আর ফেরেস্তা। দরজার সামনে সারি-সারি লাইন বেঁধে দন্ডায়মান কোটি-কোটি স্বর্গ দূত। সামনেই অপরূপ রূপে সজ্বিত হয়ে, অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে আছে স্বগীয় একটি জীব। জীবটির নাম বোরাক। তার দেহ ঘোড়ার আকৃতির, চেহারা যেন ষোল-কলায় পরিপূর্ণ এক যুবতি নারী। ঘাড়ের কেশব যেন মেঘ বরণ কন্যার রেশমী কালো চুল, হরিনীর মত টানা-টানা কাজল কালো দুটো চোখ, ধনুকের মত অধর দুটি আবীর রাঙ্গায় রঞ্জিত, তুলার মত তুলতুলে স্ফটিকের মত সাদা দুটো কান। রেশমী কাপড়ে সোনার ডোরা দিয়ে তৈরী তার পিঠের চাদর। চাদরের নীচে নরম গালিচা, যার চতুর্দিকে ঝুলে আছে সবুজ ঝিনুক পাথরের মালা। লেজে তার ময়ুরের পেখম। সোনার চেইনের দুই দিকে হীরা-মাণিক পাথর দিয়ে তৈরী করা হয়েছে তার লাগাম। হলুদ রঙ্গের হীরার তৈরী তার মাথার মুকুট, যার চারিদিকে আছে চকচকে চুনি পাথর (রক্তবর্ণ মাণিক)। স্বর্ণালী ঝিনুক পাথর দিয়ে মুকুটের মাঝখানে লেখা আছে ***"There is no god only Allah, Muhammad is the Messenger of Allah."***

নবীজী কেঁদে উঠলেন। জিব্রাইল জিজ্ঞেস করেণ, আল্লাহ্‌র রাসুল আপনি কাঁদছেন কেন? রাসুল বলেন ‘ আমার উম্মতগণকে ছেড়ে আমি কোথায় চলেছি?’ জিব্রাইল শান্তনা দিয়ে বলেন ‘ইয়া রাসুলুল্লাহ্‌, শুধু আপনার উম্মতগণের মঙ্গলার্থেই আজ রাতের পার্লামেন্ট অধিবেশন। নবীজী যারপর নেই খুশি হলেন। এ পর্যায়ে এসে ফেরেস্তাগণ নবীজীর শানে সমেবেত কণ্ঠে একটি ওয়েল-কাম বন্দনা গাইলেন।

স্বর্গ হতে এনেছি মালা
তোমার নুরে ভুবন উজালা
পরহে গলে এ ফুল মালা
হে নবীজী কামলিওয়ালা।।

এই নির্দিষ্ট বোরাকটিকে চয়েস করেছিলেন জিব্রাইল নিজে। আল্লাহ্‌র অনুমতি নিয়ে জিব্রাইল বোরাক ফ্যাকটরিতে গিয়ে দেখেন, একটি যায়গায় চৌদ্দ কুটি বোরাক খুশি মনে কলেমা জিকির করছে। প্রতিটি বোরাকের মাথার মুকুটে লেখা- ***"There is no god only Allah, Muhammad is the Messenger of Allah."*** জিব্রাইল লক্ষ্য করলেন অদূরে একটি বোরাক একা একা বসে কাঁদছে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেণ- হে বোরাক তুমি এতো বিষন্ন মনে কাঁদো কেন? বোরাক উত্তর দেয়- ওহে জিব্রাইল, চল্লিশ হাজার বছর আগে একটি পবিত্র নাম শুনেছিলাম। সেদিন থেকে ঐ নামের মানুষটিকে দেখার তৃষ্ণায় আমার দানা-পানি বন্ধ হয়ে গেছে, আমার খাওয়ার আর রুচী নেই। জিব্রাইল বল্লেন- তোমার পিঠেই আমি সেই মানুষটিকে সওয়ার করাবো। জিব্রাইলের একহাতে একটি মুকুট অন্য হাতে একটি পেয়ালা। নবীজীর হাতে জিব্রাইল একটি বেহেস্তী মুকুট তোলে দিলেন। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন- জিব্রাইল, ওটা কি? জিব্রাইল বলেন- হুজুর, যখন এই বিশ্ব ব্রম্মান্ডের কিছুই ছিলনা তখন এই মুকুটটি তৈরী করে আল্লাহ্‌ বেহেস্তের ফেরেস্তা রেদওয়ানের তত্বাবধানে চল্লিশ হাজার প্রহরী ফেরেস্তাদের পাহারায় বেহেস্তের একটি রুমে রেখেছিলেন, একদিন আপনার মাথায় পরানোর উদ্দেশ্যে। রাসুল পুনরায় জিজ্ঞেস করেন- আর তোমার হাতের ঐ পেয়ালা? জিব্রাইল বলেন- ওটার ভেতরে আছে স্বগীয় সুধা। ফেরেস্তা রেদওয়ান চল্লিশ হাজার বছর পাহারা দিয়েছেন এই পেয়ালা। আজ রাতে আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে এই পেয়ালা থেকে এক চুমুক সুরা তিনি পান করে ইসরাফিলের হাতে দেন। ইসরাফিল এক চুমুক সুরা পান করে মিকাইলকে দেন। মিকাইল এক চুমুক পান করে আজরাইলকে দেন। আজরাইল এক চুমুক সুরা পান করে বেহেস্তের হুর-গেলেমানদের কাছে নিয়ে যান। চল্লিশ হাজার হুর-গেলেমানগণ এই সুরা দিয়ে আজ রাতে স্নান করে সুন্দর থেকে আরো সুন্দরতম হয়েছেন। তাদের শরীর নিঃসৃত বিধৌত সুরা আপনাকে পান করাবো বলে পুনরায় পেয়ালায় ভরে নিয়ে এসেছি। নবীজী স্বগীয় সুরা পান করে বোরাকে আরোহন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফেরেস্তাদের গগণ বিদারী করতালিতে আকাশ থেকে মর্তপুরী ভেদ করে গর্জন-ধ্বনি ভেসে ওঠলো।

চলবে-